ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হত্যার হুমকি নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন সালমান

পৃঃ ৫

ফর্মে ফিরতে বাবরকে পরামর্শ দিলেন শেবাগ

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৮৯ ● কলকাতা ● ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২৭ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আর জি করের দেবাশিস ও সুজাতার বিরুদ্ধে

বিভাগীয় তদন্ত, সিবিআইকে চিঠি স্বাস্থ্যদপ্তরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চিকিৎসক দেবাশিস সোম ও সুজাতা ঘোষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলছে। সিবিআইকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল স্বাস্থ্যদপ্তর। পুজোর আগে, গত ৯ অক্টোবর সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যদপ্তরকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তারই উত্তরে স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তা সিবিআইকে এই তথ্য জানান। ওই দুই চিকিৎসক আর জি করের অ্যানাস্থেশিওলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা.সুজাতা ঘোষ ও ফরেনসিক মেডিসিনের ডেমনস্ট্রেটর ডা. দেবাশিস সোম আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডা. সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। ওই দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ জানিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে চিঠি দেয় সিবিআই।

জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যদপ্তরের তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতেও ওই দুই চিকিৎসকের 'কার্যকলাপ'-এর বিবরণ দেওয়া রয়েছে। সিবিআইয়ের কাছে আসা অভিযোগ অনুযায়ী, দুই চিকিৎসক আর জি করে 'থ্রেট কালচারের'সঙ্গেও জড়িত। আগের চিঠিতে সিবিআই স্বাস্থ্যদপ্তরকে জানায় যে, আর জি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে জানা গিয়েছে যে, দেবাশিস সোম ও সুজাতা ঘোষ হাসপাতালের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়, হাউস স্টাফ নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা দুর্নীতিতে সরাসরি যুক্ত ছিলেন কি না, সিবিআই তার তদন্ত করছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের দাবি, কোনও ব্যক্তি জুনিয়র ডাক্তার, হাউস স্টাফ অথবা

এরপর ৩ পাতায়

আত্মপ্রকাশ হল

চিকিৎসকদের পাল্টা সংগঠন

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : শনিবার দুপুরে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যখন গণকনভেনশন চলছে তখন জুনিয়র চিকিৎসকদের পাল্টা সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হল। শনিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে জুনিয়র চিকিৎসকদের নয়া সংগঠনের আহ্বায়ক শ্রীশ চক্রবর্তী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেছেন " আমাদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায় ঘটে চলেছে। আমাদের মানসিক, শারীরিক ক্ষতি হয়েছে। গত ৯ই আগস্ট খুবই খারাপ ঘটনা ঘটে। কিছু লোক রাজনৈতিক স্বার্থপরতায় কর্ম বিরতির দিকে এগিয়ে যায়। আমরা বলি আমরা প্রতিবাদ জানাবো। আমরাই প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, রোগী পরিষেবাই আমাদের লক্ষ্য আমাদের বয়কট করা হয়। বলা হয় আমরা নাকি থ্রেট কালচার চালাই। একটি তদন্ত কমিটি বসে। আমাদের কথা

এরপর ৩ পাতায়

আমি নওশাদ সিদ্দিকির স্ত্রী'!

মর্যাদা চেয়ে 'অরাজনৈতিক মঞ্চে' মৃন্ময়ী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি তাঁর স্বামী। ভরা মঞ্চে এমন দাবিই করলেন এক মহিলা। তাঁর দাবি, শরিয়ত মতে আইএসএফ বিধায়কের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বিধায়ক তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছেন না। পাল্টা নওশাদের দল আইএসএফের অভিযোগ, এর মূলে রয়েছে তৃণমূল। ভাঙড়ের বিধায়কের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার জন্যই ষড়যন্ত্র করেছে রাজ্যের শাসকদল। উল্লেখ্য, নওশাদের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগের বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। বছরখানেকের বেশি মামলা চলছে কলকাতা হাই কোর্টে। এ বিষয়ে নওশাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "এ নিয়ে আমার কিছুই বলার নেই। কারণ, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। আইনই শেষ কথা বলবে।' 'তৃণমূলের যদিও দাবি, এর সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই। বস্তুত, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা তৃণমূলের ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা আবার ওই মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তুলেছেন। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ভাঙড়ে।নিজেকে নওশাদের স্ত্রী বলে দাবি করা ওই মহিলার নাম মৃন্ময়ী বিলকিস। শনিবার নওশাদেরই বিধানসভা

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

Girl's Hostel

Boy's Hostel

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

স্ট্যানিসালভস্কি বিখ্যাত রাশিয়ান পরিচালক-

অভিনেতা - শিক্ষক - চিত্রকর

বেবি চক্রবর্ত্তী : স্টাফ রির্পোটার : কনস্ট্যান্টিন স্ট্যানিসালভস্কি, বিখ্যাত রাশিয়ান অভিনেতা, পরিচালক এবং শিক্ষক, গভীরভাবে ২০ শতকের থিয়েটার এবং তার পরেও প্রভাবিত । তাঁর দীর্ঘ জীবন জুড়ে তিনি বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করেন যা "স্ট্যানিস্লাভস্কি সিস্টেম " বা "মেথড "নামে পরিচিত লাভ করে । তাঁর বই" ম্য লাইফ ইন আর্ট (একটি আত্মজীবনী) একটি অভিনেতার প্রস্তুত করে, একটি চরিত্র নির্মাণ এবং একটি ভূমিকা তৈরী এখনও অধ্যায়ন করা হয় । যদিও খুব জটিল, "স্ট্যানিস্লাভস্কি সিস্টেম" - এর মৌলিক লক্ষনগুলির একটি ছিল পর্যায়ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য, প্রাকৃতিক লোকেদের চিত্রিত করা । এই ধারণাটি ১৯ শতকের রাশিয়ার উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি আকর্ষণীয় বিপরীত ছিল । সেইযুগে বেশিরভাগ

এরপর ৩ পাতায়

স্বপন দত্ত বাউল এবার অন্য রূপে অন্য পরিচয়ে,

বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের পরীক্ষক রূপে সম্মানিত হলেন

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন: বহুমূখী প্রতিভায় সম্মানিত হয়ে বহুমূখী প্রতিভার বিষয়ে অনুষ্ঠানে বেতার দূরদর্শন খ্যাত শিল্পী পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল। ছবি আঁকা, হস্ত শিল্প, সঙ্গীত, তবলা , আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ের অল সাবজেক্ট এর পরীক্ষক। দীর্ঘ বহ বছরের সম্মানীয় পরীক্ষক বহুমূখী প্রতিভায় সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউলের সুন্দর সুষ্ঠ ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা , ও ছাত্র ছাত্রীদের ভূল ত্রুটি বিষয়ে বুঝিয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং বিভিন্ন কলা সংস্কৃতির বিদ্যায় বই লেখা দেখে সেই বই পড়ে পরীক্ষা দিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষার্থীরা খুশী। এ ছাড়াও সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সবসময় নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় বাউল গানে দেখে তারা আনন্দিত। পূর্ব বর্ধমানের কেউটা গ্রামের পরীক্ষার কেন্দ্রে বিভিন্ন কলা বিদ্যা বিষয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রীরা সম্মানিত করলো তাদের পরীক্ষক বহুমূখী প্রতিভা স্বপন দত্ত বাউলকে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বহুমূখী প্রতিভায় সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউল সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় পরীক্ষক ও বিচারক হয়ে এবং বিশেষ অতিথি রূপে মঞ্চের আসন অলংকৃত করে চলেছেন প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায়। পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিন দামোদরের গ্রাম বাংলার পরীক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রীরা তাদের পরীক্ষক কে শ্রদ্ধা ভক্তি তে উপহার দিয়ে সম্মানিত করে।পরীক্ষকের নিজের ছবি ফেসবুক থেকে নিয়ে প্রিন্ট করে ফটো ফ্রেমে বাঁধিয়ে এবং সুন্দর পাঞ্জাবী পরীক্ষকের হাতে তুলে দিয়ে তারা ভক্তি শ্রদ্ধা জানালো প্রণাম জানালো, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী , বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের পরীক্ষক বহুমূখী প্রতিভা স্বপন দত্ত বাউল মহাশয়কে।

কালীপুজোর আগে গঙ্গারামপুরে মোমবাতির চাহিদা যথেষ্ট,

মুখে হাসি ফুটেছে মোমবাতি নির্মাতা কারীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ অক্টোবর, দক্ষিণ দিনাজপুর : নিউজ সারাদিন : কালী পুজোর আগে গঙ্গারামপুরে মোমবাতির চাহিদা যথেষ্ট, মুখে হাসি ফুটেছে মোমবাতি নির্মাতা কারীদের। হাতে গোনা মাত্র আর ৫ দিন এরপরই আঁধার কাটিয়ে আলোর দেবীর উৎসবের মেতে উঠবে ৮ থেকে ৮০ সকলেই, চলতি মাসের ৩১ অক্টোবর কালী পুজো। তার আগেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর হাই স্কুল পাড়া এলাকায় মোমবাতি কারখানায় ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে।বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষজন। স্বাভাবিকভাবেই এবছর দীপাবলিতে মোমবাতির কদর বেড়েছে। মোমবাতির চাহিদা দেখে দিনরাত কাজ করে চলেছেন গঙ্গারামপুরের মোমবাতি প্রস্তুতকারকরা। বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছোনোর পাশাপাশি বাজারে টুনি বাল্ব চলে আসায় দীপাবলিতে মোমবাতির কদর যথেষ্টভাবে কমে যায়। ফলে চরম সমস্যায় পড়েন গঙ্গারামপুরের মোমবাতি প্রস্তুতকারকরা। এর ফলে বন্ধ হয়ে যায় বেশ কয়েকটি মোমবাতি তৈরির কারখানাও। হাতে কয়েকটি কারখানা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনওমতে চলছিল। কিন্তু এবছর দীপাবলির আগে বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের ঝোঁক দেখা দেওয়ায় আশার আলো দেখছেন মোমবাতি নির্মাতারা। তাই দিনরাত এক করে মোমবাতি তৈরির কাজ চলছে গঙ্গারামপুরের বসাকপাড়ার, হাই স্কুল পাড়ার কারখানাগুলিতে। এই বিষয়ে ওই কারখানার এক মোমবাতি নির্মাতার দাবি, “কিছুটা হলেও পরিস্থিতি বদলেছে। তাই এবার দিপাবলিতে লাভের মুখ দেখতে পারেন বলে আশা করছেন তাঁরা”। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর বসাকপাড়ার মোমবাতি কারখানার কর্ণধার তেজস কুমার বসাক জানান, ” বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের বাজারে মোমবাতির তৈরীর প্যারাফিনের দাম বেড়েছে অনেক যার ফলে মোমবাতির দামও কিছুটা অংশে বাড়ানো হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের এখানে মোমবাতি প্রস্তুত করা হয়। সারা বছরই মোমবাতি তৈরি হয় তবে কালীপুজোর আগে আগে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে যথেষ্ট। দিন রাত এক করে নাওয়া খাওয়া ভুলে মোমবাতি তৈরির ব্যস্ততায় মেতে উঠেছে কর্মরত ২০ জন মোমবাতি নির্মাতাকারী। তিনি এ বিষয়ে আরো জানান, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ তিন জেলা অর্থাৎ উত্তর দিনাজপুর মালদা সহ পুরো রাজ্যে গঙ্গারামপুরের এই মোমবাতি সাপ্লাই হয় ও বিক্রি হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি আছে রঙিন মোমবাতি থেকে শুরু করে সাদা মোমবাতি ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন দামের মোমবাতি তৈরি করা হয়। দিনে মোট ২০০ পেটি মোমবাতি রোজ তৈরি করা হয় বলে জানান কর্ণধার তেজস কুমার বসাক। তিনি আরো জানান, বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের বাজারে বিদেশী পণ্যের ভিড়েও মানুষ মোমবাতির দিকে ঝুঁকছে কালীপুজোর আগে তাই আমাদের কারখানায় মোমবাতি তৈরীর ব্যস্ততা চলছে যথেষ্ট তুঙ্গে, সারাবছর লাভের আশা খুব একটা না থাকলেও এবছর লক্ষীর ভার পূর্ণ হবে বলে আশায় বুক বাঁধছে মোমবাতি নির্মাতাকারীরা। আর যে কারণে মুখে হাসি ফুটেছে মোমবাতি কারখানার কর্ণধর সহ নির্মাতা কারীদের। গঙ্গারামপুর শহরের হাই স্কুল পাড়া বসাকপাড়া এলাকাতে এ বছর মোমবাতির যথেষ্ট চাহিদা থাকায় কালী পুজোর আগে মুখে হাসি ফুটেছে, মোমবাতি কারখানার নির্মাতা কারীদের। বলাই বাহুল্য আধার কাটিয়ে আলোর উৎসবে এই মোমবাতি নিয়েই মেতে উঠবে আট থেকে ৮০ সকল মানুষ সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বাসি।

বদলে যাবে সব সরকারি হাসপাতাল?

জেলায় জেলায় বড় নির্দেশ নবান্নের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ষষ্ঠদ্বশ অর্থ কমিশনের স্বাস্থ্য খাতে আর্থিক অনুদান পেতে ন্যাশানাল হেল' মিশন জেলাশাসকদের পরিকাঠামোগত বাজেট প্রস্তাব তৈরির নির্দেশ দিল। কেন্দ্রের নির্দেশ মেনেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের কনসালটেশন রুম, বিশ্রাম কক্ষ, শৌচালয়, অপারেশন থিয়েটর, লিফট, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা প্রতিবন্ধী ও প্রবীন মানুষেদর জন্য উপযুক্ত র‍্যাম্প ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়েছে।এজন্য নির্দিষ্ট ফর্মা তৈরি করে জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে। যেখানে কমিউনিটি হেল' সেন্টার থেকে জেলা হাসপাতালের বিস্তারিত পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার কথা উল্লেখ করতে হবে। প্রসঙ্গত রাজ্যের তরফে ইতিমধ্যেই ২৮টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল গুলির জন্য নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো গত উন্নয়নের জন্য ১১৮ কোটি টাকা খরচ করছে রাজ্য। রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো নিরাপত্তার দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা রাজ্যের তরফে প্রায় ১০০ শতাংশ কাজ শেষ বলেও দাবি করা হয়েছে। সিসিটিভি, ওয়াশরুম, রেস্টরুম, অতিরিক্ত কালো লাগানোর কাজ প্রায় শেষ বলেই দাবি নবান্নের। রাজ্য সরকার এবার কমিউনিটি হেল' সেন্টারের পাশাপাশি সেন্ট্রাল রেফারেল ইউনিটের পরিকাঠামো তৈরির জন্য উপযুক্ত প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে জেলা শাসক ও জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের। এই ধরনের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চব্বিশ ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখতে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সহায়কদের জন্য কোয়াটার তৈরির বাজেট সহ বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে জানাতে হবে এই ধরনের কোয়াটার কতগুলি তৈরি করতে হবে। হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে বা হয়েছে। মহকুমা থেকে জেলা হাসাপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে। অবশ্যই জেলা ও মহকুমা হাসাপাতালে মা ও শিশুদের চিকিৎসার পরিকাঠামো বিশেষ করে সদ্যজাত শিশুদের জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট তৈরির কথা বলা হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে অরবিন্দ অধিকারী

বর্ধমান শহরে প্রতিনিয়ত কৃষ্ণকালী মায়ের আরাধনা তে অগনিত ভক্ত সমাগম।

প্রয়াত রতন টাটার

ইচ্ছাপত্র, কে কি পাচ্ছেন?

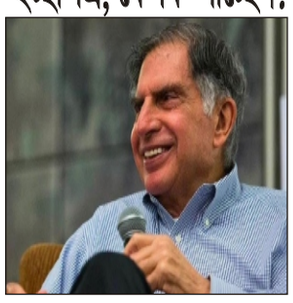

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের অন্যতম শিল্পপতি রতন টাটা মারা যাওয়ার পর তাঁর সম্পত্তির কি হবে সেটা নিয়ে চর্চা আলোচনার শেষ নেই।গত ৯ অক্টোবর ছিল ভারতের শিল্পজগতে অন্যতম নক্ষত্র পতনের দিন। ৮৭ বছর বয়সে রতন টাটা মারা যান।

রতনের মৃত্যুর পর টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হন তাঁর সৎভাই নোয়েল টাটা।এর পর থেকেই সাধারণের মনে নানা প্রশ্ন উঠে।রতন নাভাল টাটার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক কে হবেন,তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি সাধারণের মনে।কারণ টাটা সামরাজ্যের একদা ক্ষমতাধর রতন টাটার কোনও সন্তান বা উত্তরাধিকারী নেই।

অকৃতদার রতন মারা যাওয়ার পর তাঁর সম্পত্তির কী

হবে সেই নিয়ে চর্চা শুরু হয় দেশের ধনকুবেরদের তালিকার প্রথম দশে ছিল না তাঁর নাম। 'হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট 'তালিকায় ভারতীয় ধনকুবেরদের মধ্যে ৩৫০ নম্বরে ছিল দেশের অন্যতম সেরা এই শিল্পোদ্যোগীর নাম।সেই তালিকায় বলা হয়েছিলে এই পার্সি ধনপতির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৭ হাজার ৯০০ কোটির কাছাকাছি।

এরপর ৪ পাতায়

বেছে বেছে ইরানের ৩ জায়গাতেই হামলা ইজরায়েলের,

কেন বাদ গেল পরমাণু কেন্দ্র?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রাচ্যে তীব্র আকার নিয়েছে সংঘাত। ঘনিয়েছে ভয়ংকর যুদ্ধের মেঘ। রণদুন্দুভি বাজিয়ে ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামিক দেশটির ৩ জায়গায় আঘাত হেনেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। রাজধানী তেহরান, খুজেস্তান ও ইলাম। কিন্তু হামলা চালানো হয়নি পরমাণু কেন্দ্রগুলোতে।সমর বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই হামলার মাধ্যমে ইরানকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দেওয়াই ইজরায়েলের পরিকল্পনা ছিল। তেহরান জানত কোনও না কোনও দিন হামলা চালাবে ইজরায়েল। সেইভাবেই চলছিল হামলা ঠেকানোর প্রস্তুতি। কিন্তু যেভাবে তেহরান, খুজেস্তান ও ইলামে আঘাত হেনেছে ইজয়ারেলি সেনা তাতে ধাক্কা খেয়েছে ইরানের সমস্ত প্রস্তুতি। যখন এই হামলা হচ্ছিল সেনাবাহিনীর বাঙ্কারে বসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালেন্টকে সঙ্গে নিয়ে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছিলেন নেতানিয়াহু।

ইজরায়েলের এই হামলার নিন্দা করেছে সৌদি আরব। ইরানকে প্রত্যাঘাত করা থেকে বিরত থাকার বার্তা দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। বিবৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "ইরানের আগ্রাসন থেকে নিজেদের বাঁচানোর অধিকার রয়েছে ইজরায়েলের। কিন্তু এই সংঘাত আঞ্চলিক স্তরে ছড়িয়ে পড়া উচিত নয়। পরবর্তীতে দুই পক্ষকেই হামলা থেকে বিরত থাকতে হবে।" জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পর আকাশসীমা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে ইরান, সিরিয়া, ইরাক।গোপন বাঙ্কারে সেনাকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় নেতানিয়াহু।

হামলার কারণ হিসাবে সমর বিশ্লেষকদের মত, প্রথমত, তেহরানে আঘাত হানা মানে ইরানের হৃদয়ে হামলা চালানো। রাজধানীতে সরাসরি আক্রমণ শানানো মানে ইরানের যেকোনও জায়গায় আছড়ে পড়তে পারে ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র। এই বার্তাই দিতে চেয়েছে তেল আভিভ। তেহরানে পাশাপাশি বোমাবর্ষণ করা হয় খুজেস্তান ও ইলাম শহরে। এর পিছনে দ্বিতীয় কারণ উঠে আসছে, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ও মিসাইল তৈরির কারখানায় হামলা চালিয়ে ইরানের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। কারণ এই শহরগুলোতেই রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরির কারখানা। সূত্রের খবর, ইজরায়েলের হামলায় ইরানের একাধিক যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিসাইল ও অস্ত্র তৈরির কেন্দ্রগুলো তে। এর ফলে হেজবোল্লা বা হামাসের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলোর অস্ত্র জোগানে টান পড়বে। এছাড়া জোর ধাক্কা খেয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ফলে এবার যেকোনও সময় ইসলামিক দেশটির ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে ইজরায়েলি বোমারু বিমান। এইভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়া ইরানের জন্য বড় ধাক্কা।

এতদিন ইরানে কীভাবে ইজরায়েল হামলা চালাবে তার কোনও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বদলা নেওয়ার কৌশল নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে নানা আলোচনা করছিল নেতানিয়াহুর দেশ। আশঙ্কা করা হচ্ছিল, ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোকে নিশানা করা হবে। কিন্তু এদিন তা হয়নি। যা নিয়ে ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেসের প্রাক্তন সহকারী গিডিয়ন লেভি সিএনএনকে জানান, ইরানে হামলা চালালেও পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোকে টার্গেট করা হয়নি। এতে আমেরিকার কৌশলই প্রাধান্য পেয়েছে। পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালালে সমূহ সম্ভাবনা যে, সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে ইরান। যেটা আমেরিকা বা ইজরায়েল চায় না। তেল আভিভের উদ্দেশ্য এইভাবে একটা সীমার মধ্যে যুদ্ধকে বেঁধে রাখা।

১-ম পাতার পর

আর জি করের দেবাশিস ও সুজাতার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত, সিবিআইকে চিঠি স্বাস্থ্যদপ্তরের

নার্সকে হুমকি অথবা হেনস্তা করেছেন, এমন কোনও তথ্য সিবিআইয়ের কাছে এলে সেই তথ্য সিবিআই স্বাস্থ্যদপ্তরকে জানাতে পারে। ওই অভিযুক্তর বিরুদ্ধে তদন্ত হবে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর।

স্বাস্থ্যদপ্তরকে পাঠানো ওই চিঠিতে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার এক ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিক দাবি জানান যে, আর জি করে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়, হাউস স্টাফ নিয়োগের মতো বিষয়গুলিতে যে দুর্নীতি ধরা পড়েছে, তার সঙ্গে এই দুই চিকিৎসকের ভূমিকা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই তথ্য জানিয়ে দেবাশিস সোম ও সুজাতা ঘোষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে সিবিআই। এই চিঠির উত্তরে স্বাস্থ্যকর্তা সিবিআইকে জানিয়েছেন যে, দুই চিকিৎসক দেবাশিস সোম ও সুজাতা ঘোষের উপর যে অভিযোগগুলি উঠেছে, তার উপরই ভিত্তি করে তাঁদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যদপ্তর বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১-ম পাতার পর

আমি নওশাদ সিদ্দিকির স্ত্রী'! মর্যাদা চেয়ে 'অরাজনৈতিক মঞ্চে' মৃন্ময়ী

এলাকার উত্তর কাশীপুর থানার চিনেপুকুরে একটি রক্তদান শিবিরে হাজির হন তিনি। সেখান থেকে নওশাদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দাও।" মৃন্ময়ী বলেন, "আমার কোনও অভিসন্ধি নেই। আমি বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির স্ত্রী আমি।" ওই মহিলার দাবি, তাঁদের রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়নি। কিন্তু শরিয়ত মতে বিয়ে হয়েছে। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, নওশাদ নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তির কথা ভেবে তাঁদের সম্পর্ককে অস্বীকার করছেন। মৃন্ময়ীর কথায়, "আমি মুসলমান বাড়ির মেয়ে। আজ নিজের অধিকারের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। ওঁর দলের ক্ষতি হচ্ছে বলে কি আমি আমার অধিকারের কথা ভুলে যাব? দল আগে না একটা জীবন আগে? আমি নিজের জীবনের কথাই তো আগে ভাবব।"ওই মহিলাকে সমর্থন জানিয়েছেন শওকত। তিনি বলেন, "আমি মনে করি, (ওই মহিলাকে) তাঁর ন্যায্য অধিকার দেওয়া উচিত। ভাঙড়ের বিধায়ক নানা আন্দোলন এবং কর্মসূচি থেকে নানা কথা বলে থাকেন। তিনি মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন। এ রাজ্যে মহিলাদের সম্মানহানি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। এখন ওঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। নওশাদের উচিত, অবিলম্বে ওই মহিলাকে মর্যাদা দিয়ে ঘরে তোলা।" তিনি দাবি করেছেন, মৃন্ময়ীর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগই নেই। তিনি তাঁর মর্যাদা এবং সম্মানের জন্য লড়াই করছেন। তৃণমূল সেটা সমর্থন করে।

১-ম পাতার পর

আত্মপ্রকাশ হল চিকিৎসকদের পাল্টা সংগঠন

শুনলো না। আমাদের কলেজে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হয় "। এমনকি তিনি আরো অভিযোগ করে বলেছেন " আমাদের ক্রিমিনাল বলা হয়। অথচ অভয়া দিদির নামে ৪.৭৫ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। রিয়া বেরার নামে টাকা তুলছে। তারা কি নটোরিয়াস ক্রিমিনাল নন! আমাদের ক্যারিয়ার শেষ করার জন্য লেগে পড়ে।আমরা সব মেডিকেল কলেজের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই। আপনারা আসুন। সবাইকে আহ্বান জানাই। ঘোষণা করছি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন সবার জন্য আছে। বাধা দেওয়া হলে আছি। থ্রেট কালচার না টেরর কালচার বলছি। আমাদের টেরর বলা হয়েছে "। আরজিকর কাণ্ডে সত্যটা এখনো অধরা। রাজ্য প্রশাসন ছেড কালচারের পক্ষ নিতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। পাশাপাশি জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশীষ বলেন " যারা শুধু আরজিকর নয় শাসকদলের ছাত্র ছায়ায় থেকে থ্রেট সিন্ডিকেট গুলি চালায়। ভুঁইফোর কিছু সংগঠন এরা থ্রেট কালচারকে সমর্থন করে। এরা নতুন একটি সংগঠন করে সাংবাদিক বৈঠক করছেন। এরা এতদিন তুমি কেন? তারা আজকে নতুন সংগঠন তৈরি করে প্রেস মিট করছে। আমরা আন্দোলন আরও তীব্রভাবে চালানোর চেষ্টা করছি। আর তারা ভাবছে আন্দোলন গতি হারিয়েছে। আমাদের এই আন্দোলন এতটাই জোরদার করতে হবে যাতে থ্রেট কালচার মাথা তুলতে না পারে। সুদীপ ঘোষ আশিস পান্ডের মত লোকরা না থাকতো অভয়া ঘটতো না"।

দক্ষিণেশ্বর নিয়ে

মমতার নির্দেশে ধন্দ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাজের সুবিধার্থে বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বরকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের মধ্যে আনা প্রয়োজন। 'দানা' পরবর্তী নবান্নে শুক্রবার দুপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে এমনই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও ওই দুটি জায়গার ভৌগোলিক অবস্থানগত যে পার্থক্য রয়েছে, তাতে এই নির্দেশ কী ভাবে কার্যকর করা সম্ভব, প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, দক্ষিণেশ্বর হাওড়া কমিশনারেটে যুক্ত হলে হাওড়া জেলার একটি পুলিশ কমিশনারেটকে, পাশ্ববর্তী জেলার অন্য বিধানসভা, পুরসভার (কামারহাটি) অধীনে থাকা এলাকার দায়িত্ব নিতে হবে। এবং তাতে যাতায়াত থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজেও বিভিন্ন সমস্যা হবে।হাওড়া

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

স্ট্যানিসালভস্কি বিখ্যাত রাশিয়ান পরিচালক-অভিনেতা - শিক্ষক - চিত্রকর

অভিনেতারাই একটি মহৎ চিত্তে বক্তব্য রাখেন এবং একটি ওভার - দ্য - টপ প্রদ্ধতিতে জাগ্রত হন । Stanislavsky এছাড়াও কনস্ট্যানটন Stanislavski বানানো যে অনেক পরিবর্তনে সাহায্য করে । অনেক উপায়ে, স্ট্যানিস্লাভস্কি পদ্ধতির আজকের শৈলীর পিতা,একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে যতটা সম্ভব তাদের অক্ষরে নিজেদের নিমজ্জিত করে । স্ট্যানিস্লাভস্কির জীবন :- ১৮৬৩ সালে ১৭ ই জানুয়ারি - ১৯৩৮ সালে ৭ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি স্টেশন নাম " স্ট্যানিসালভস্কি "গ্রহন করার আগে, তিনি ছিলেন কনস্ট্যান্টিন সের্গেভিচ আলেকসেইভ, রাশিয়ান ধনী পরিবারের একজন সদস্য । তাঁর আত্মজীবনী মতে, আর্ট আর্ট ইন মাইকেল, তিনি থিয়েটার দ্বারা প্রারম্ভিক বয়সে জাদুগ্রস্থ ছিলেন । তাঁর শৈশব সময় তিনি পুতুল থিয়েটার, ব্যালে অপেরা একটি প্রেম গ্রহণ। বয়ঃসনধিকালে তিনি থিয়েটারের ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন । তিনি একজন অভিনেতা হয়ে ওঠার মাধ্যমে পরিবারের এবং সামাজিক শ্রেণীর প্রত্যাশা প্রত্যাহার করেছিলেন । প্রায় কয়েক সপ্তাহের নির্দেশনা ছাড়াই তিনি নাটক স্কুলে চলে গেছেন। অদ্ভুত, অত্যাধিক নাটকীয় পারফমেন্স জন্য বলা দিনের শৈলী যা তিনি Loathed কারণ এটা সত্যি মানুষের প্রকৃতি বোঝা না । পরিচালক আলেকজান্ডার Fedotov এবং ভ্লাদিমির Nemirovich - Danchenko সঙ্গে কাজ, Stanislavski শেষপর্যন্ত ১৮৯৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার পাওয়া । আজও তিনি জনপ্রিয়তায়তার শিখরে ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৮৯ সংখ্যা ২৭ অক্টোবর, ২০২৪ রবিবার ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩১

৩ পাতার পর

দক্ষিণেশ্বর নিয়ে মমতার নির্দেশে ধন্দ

জেলার মধ্যে থাকা বালি বিধানসভার বেলুড় ২০১১ থেকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের মধ্যেই রয়েছে। বেলুড় মঠের জন্য আলাদা ফাঁড়িও আছে। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের বেলুড়-বালির উল্টো দিকে, অর্থাৎ পূর্ব পাড়ে দক্ষিণেশ্বর। সেটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার মধ্যে, কামারহাটি বিধানসভার অর্ন্তভুক্ত। আইনশৃঙ্খলার সুবিধার্থে বছর কয়েক আগে তৈরি হয়েছে দক্ষিণেশ্বর থানা। আবার, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের জন্য রয়েছে আলাদা ফাঁড়ি। যে দু'টি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে। গঙ্গার দু'পাড়ের এই দুটি এলাকা যুক্ত বালি ব্রিজের মাধ্যমে।বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর দু'টি আলাদা জেলার, পৃথক পুলিশ কমিশনারেটের মধ্যে। ফলে আইনশৃঙ্খলার বিষয়টিও আলাদা ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। সমস্যা যদি থাকে, সেটি বালি ব্রিজ নিয়ে। কারণ ব্রিজটির প্রথম তিনটি পিলার (বালি ও দক্ষিণেশ্বর উভয় দিকের রাস্তা) পর্যন্ত বালি থানার অধীনে। বাকি অংশ দক্ষিণেশ্বর ও বরাহনগর থানার আওতায়। কোনও দুর্ঘটনা কিংবা ব্রিজ থেকে কেউ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে কোন থানার দায়িত্বে আসবে তা নিয়ে অনেক সময়ে জটিলতা তৈরি হয়। অন্য দিকে জটিলতা রয়েছে দক্ষিণেশ্বর স্টেশন ও বালি ব্রিজের রেল লাইনের অংশ নিয়ে। সেটি বেলুড় জিআরপি-র অধীনে। যদিও রেলের তরফে সেটিকে দমদম জিআরপি-র অধীনে আনার জন্য আগেই প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে রেল।

সম্পাদকীয়

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য আবাসের সমীক্ষায় নয়া নিয়ম জুড়লো রাজ্য

রাজ্যের ৫টি জেলা বাদে বাকি সব জেলায় শুরু হয়েছে বাংলা আবাস যোজনার সমীক্ষা। আবাস যোজনায় বাড়ির টাকা পেতে হলে এই সমীক্ষার সময়ে তালিকায় নাম থাকা উপভোক্তাদের তাঁদের বর্তমান বাড়ির সামনে শারীরিক উপস্থিতি থাকতেই হবে। কেননা সমীক্ষার সময়ে উপভোক্তার ছবি, তাঁর বাড়ির ছবি যেমন তোলা হচ্ছে তেমনি করা হচ্ছে জিও ট্যাগিংও ।নতুন নিয়মে যেখানে উপভোক্তা পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ার জন্য বাড়িতে থাকতে পারছেন না সেখানে ওই শ্রমিকের বাবা-মা অথবা স্ত্রী কিংবা স্বামী এবং ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনও একজনের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এদের কারও একজনের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করা হচ্ছে এবং বলে দেওয়া হচ্ছে, দ্বিতীয় দফার টাকা দেওয়ার আগে যখন আবার ভেরিফিকেশন হবে তখন যেন মূল উপভোক্তা অবশ্যই সেখানে সশরীরে হাজির থাকেন। নাহলে বাকি ৬০ হাজার টাকা আর পাওয়া যাবে না। তবে সেক্ষেত্রে প্রথম দফায় পাওয়া ৬০ হাজার টাকা ফেরত চাওয়া হবে কিনা তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট নয় জেলা প্রশাসনগুলি। কেননা এই নিয়ে কোনও নির্দেশ নবান্ন থেকেও পাঠানো হয়নি। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার নিজ খরচে রাজ্যের প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি করে দিতে চলেছে। সেই বাড়ি নির্মাণের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। সেই সূত্রেই চলছে সমীক্ষার কাজ যে কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন, আর কারা নন ।কিন্তু সমীক্ষার শুরু থেকেই দেখা যাচ্ছিল সমস্যা হচ্ছে সেই সব উপভোক্তাদের নিয়ে যারা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক । যেহেতু তাঁরা কর্মসূত্রে এখন বাইরে রয়েছেন তাই তাঁদের নাম তালিকায় থাকা উপভোক্তা হিসাবে কাটা পড়তে চলেছিল তাঁদের শারীরিক উপস্থিতি না থাকায়। সেই সমস্যার কথা উঠেছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে। সেই কথা শুনেই তিনি রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন, আবাসের সমীক্ষার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকরা না থাকলেও হবে, শ্রমিকদের কোনো নিকট আত্মীয় থাকলেও হবে। তবে দ্বিতীয় দফার ভেরিফিকেশনের সময়ে তাঁকে থাকতেই হবে, এই নির্দেশ জেলায় জেলায় পৌঁছে দিতে। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন থেকে সমীক্ষায় নতুন নিয়ম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের তরফে জেলা প্রশাসনগুলিকে জানানো হয়েছে, আবাস যোজনায় প্রথমবার ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সেই টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে উপভোক্তার ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হবে। তবে সেই উপভোক্তা যদি পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য ভেরিফিকেশনের সময় থাকলেই হবে। তবে দ্বিতীয় দফায় যখন ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হবে, তখন আবার যে ভেরিফিকেশন হবে, সেই সময় ওই পরিযায়ী শ্রমিককে সশরীরে সেখানে থাকতে হবে। সেই সময় ওই পরিযায়ী শ্রমিক না থাকলে আর দ্বিতীয় দফার টাকা মঞ্জুর করা হবে না। এখন সমীক্ষাকালে দেখা যাচ্ছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানের মতো জেলায় অনেক উপভোক্তাই কর্মসূত্রে বাইরে রয়েছেন। অথচ তাঁদের নাম রয়েছে আবাসের তালিকায়। এদের কেউ ঈদে এসে ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছেন। কেউ বা পুজোর ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছেন। আর এদের অনুপস্থিতির কারণে ভেরিফিকেশনও হচ্ছে না। এই অবস্থায় এদের নাম কাটার আগে বিষয়টি কিছুদিনের জন্য 'হোল্ড' করে রাখা হয়েছিল। এখন নবান্ন থেকে নয়া নির্দেশ আসায় সেই মতন কাজ হচ্ছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

দেবীর প্রত্যাদেশ পেলেন, " যে অঙ্গুলি তুমি পাইয়াছ, তাহা বিষনু কর্তৃক সুদর্শন ছেদিত সতী অঙ্গ। আর ঐ যে কৃষনবর্ণ প্রস্তর ফলক দেখিতে পাইতেছ, তাহা ব্রহ্মার নির্মিত কালীমূর্তি।"

ব্রাহ্মণ এই দৈব বাণী শুনে ঐ উভয় খন্ডকে একত্রিত করে নিত্য পূজা করতে লাগলেন। এরপরে গভীর জঙ্গলের ভেতর নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গও পেলেন।

তারপর থেকে ব্রহ্মচারী প্রস্তরময় সতীঅঙ্গ যত্ন সহকারে সেখানে রেখে প্রতিদিন সেই নির্জন বনে এসে কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পূজো করতেন। ক্রমে ক্রমে এই জায়গার স্থান মাহাত্ম জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল।

বাংলাদেশে বারো ভুঁইয়ার সময় থেকে কালী পূজোর প্রচলন বেড়ে যায়। এই সময় থেকেই কালীঘাট তীর্থস্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

সাবর্ণ বংশীয় কামদেব ব্রহ্মচারী যিনি মহারাজ মানসিংহের গুরু ছিলেন ও বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের আদিপুরুষ, তাঁর কালীঘাটের বাসস্থান ছিল ওফকিরডাঙ্গায়্।

কামদেব ব্রহ্মচারী, ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। প্রতাপাদিত্য সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় কালীক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর কাকা রাজা বসন্ত রায় পরম বৈষনব হয়েও কালীর সেবা ও নিত্যপূজার জন্য তাঁর গুরুদেব ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী কে কালীঘাটে পাঠালেন।

এই সময় (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ) কালীঘাট অতি সামান্য অবস্থায় ছিল। রাজা বসন্ত রায় কালীর পর্ণ কুটির ভেঙ্গে একটি ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিলেন।

এখানে কোন আর ইঁটের পাকা বাড়ি ছিল না। চারদিকে বন আর মধ্যে মধ্যে পর্ণ কুটির । ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী এই ক্ষুদ্র কালী মন্দিরে অনেকগুলো শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেগুলো এখনও মায়ের মন্দিরের মধ্যে রয়েছে।

তারপর থেকে ব্রহ্মচারী প্রস্তরময় সতীঅঙ্গ যত্ন সহকারে সেখানে রেখে প্রতিদিন সেই নির্জন বনে এসে কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পূজো করতেন। ক্রমে ক্রমে এই জায়গার স্থান মাহাত্ম জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল।

কালীর সেবায়েতদের মধ্য ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর নাম প্রথমেই পাওয়া যায়। তাঁর একটি মাত্র কন্যা সন্তান। কালীঘাটের হালদার বংশীয়রা ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর দৌহিত্র(মেয়ের ঘরের) বংশ।

সাবর্ণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কামদেব ব্রহ্মচারীর হাত ধরে কালীঘাটের কালীমূর্তি লোক সমাজে পরিচিত হল। কামদেবের পুত্র বড়িশার লক্ষীকান্ত মজুমদার সাবর্ণ পরিবারের আদি পুরুষ। পরবর্তীকালে বাংলার নবাবের কাছ থেকে রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে অর্থাৎ ৫০০ বছর আগে কলকাতার প্রাকৃতিক সীমারেখা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দিল্লি পদযাত্রায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপর হামলার অভিযোগ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আম আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (২৫অক্টোবর) তিনি একটি প্রচারমূলক কর্মসূচিতে বের হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ হয়েছে। দিল্লির ক্ষমতাসীন এই হামলার দায় চাপিয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে।তাদের অভিযোগ, ভোটের আগে কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করে 'আপ'কে চাপে রাখতে চাইছে বিজেপি। তবে বিজেপির তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। শুক্রবারের ঘটনার পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছে পদ্ম-শিবির।

পশ্চিম দিল্লির বিকাশপুরী এলাকায় শুক্রবার 'ফুট মার্চে' বা পদযাত্রায় বেরিয়েছিলেন কেজরীওয়াল। পায়ে হেঁটে এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁদের সমস্যার কথা শুনছিলেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে। তার আগে জোর প্রচারে ব্যস্ত আপ নেতা।এর মধ্যেই শুক্রবারের কর্মসূচিতে এক দল দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়।

এই হামলা প্রসঙ্গে দিল্লির মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'ইডি, সিবিআই বা জেল দিয়ে যখন কাজ হল না, তখন বিজেপি কেজরিওয়ালের উপর হামলার পন্থা নিয়েছে। তাঁর কিছু হলে এর জন্য বিজেপি দায়ী থাকবে।' দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বলেন, 'কেজরিওয়ালের উপর এই ধরনের হামলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং তীব্র নিন্দা করছি। বিজেপি তাদের দুষ্কৃতীদের দিয়ে এই কাজ করিয়েছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।আপ মাথা উঁচু করেই থাকবে।' আপ নেতা সঞ্জয় সিংহ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'কেজরিওয়ালকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইছে বিজেপি। প্রথমে তারা ইডি, সিবিআই ব্যবহার করে অরবিন্দকে জেলে পাঠাল। সেখানে ইনসুলিন বন্ধ করে ওঁকে মারতে চেয়েছিল। এখন তারা দুষ্কৃতীদের দিয়ে মারতে চাইছে।'

আপের অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপির দাবি, কোনও দুষ্কৃতী নয়, এলাকার সাধারণ মানুষ কেজরিওয়ালকে সামনে পেয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে গিয়েছিলেন। ওই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সেই অভিযোগই জানাচ্ছিল তারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে লক্ষ্মীকে পাওয়া যায় শ্রী দেবী হিসেবে। ঋগ্বেদের শ্রী-সূক্তে শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর যে রূপ পাওয়া যায় তা এরকম- দেবী হিরণ্যবর্ণা বা স্বর্ণময়ী। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালা ধারণ করেছেন। তিনি ভক্তদের স্বর্ণ, গরু ও অশ্ব দ্বান করেন। দেবীর সামনে অশ্ব, মধ্যে রথ এবং পার্শ্বে হস্তি-নাদের দ্বারা তাঁর বার্তা স্থাপিত হয় অর্থাৎ হস্তির ডাক জানিয়ে দেয় দেবীর আগমন ঘটেছে। দেবী সকলের মনোবাসনা পূরণ করেন এবং অলক্ষ্মী বিনাশ করেন। দেবী পদ্মফুলের উপর বিরাজিতা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৩ পাতার পর

প্রয়াত রতন টাটার ইচ্ছাপত্র, কে কি পাচ্ছেন?

সংবাদমাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পরে এই বিশাল সম্পত্তি কার হাতে উঠবে তা উইল করে আগে থেকেই ঠিক করে গিয়েছিলেন রতন ।সেই উইল কার্যকর করার গুরুদায়িত্বও দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ কয়েক জনের হাতেই ।সম্প্রতির সেই ইচ্ছাপত্র প্রকাশ্যে এসেছে।

আর তাতেই জানা গিয়েছে কার জন্য কী রেখে গিয়েছেন জামশেটজি টাটার এই উত্তরসূরি।

রতনের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী তাঁর প্রিয় পোষ্য কুকুর টিটোর আজীবন ভরণপোষণের খরচ দেওয়া হবে এই সম্পত্তি থেকে ।জার্মান শেফার্ড টিটোর আদর যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয় তার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে এই ইচ্ছাপত্রে,৬ বছর আগে অন্য পোষ্য মারাযাওয়ার পর টিটোকে নিজের কাছে এনেছিলেন রতন ।সেই থেকেই প্রায় তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে ওঠে টিটো ।প্রিয় পোষ্যের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়া পশ্চিমা দেশগুলিতে অস্বাভাবিক নয়, তবে ভারতে এটি বিরল বলে মনে করছেন অনেকেই ।তবে টাটা গ্রুপের প্রাক্তন কর্ণধারের পশুপ্রেম বহুচর্চিত ।অনেক পথকুকুরকেও তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন।

মুম্বইয়ে প্রথম ২৪ ঘণ্টার পশুদের হাসপাতাল গড়ে ওঠে টাটা গ্রুপের উদ্যোগে ।নিজের অসুস্থ পশুকে মিনেসোটায় চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি উপলব্ধি করেন, দেশে সর্ব ক্ষণের পশু হাসপাতালের প্রয়োজন,তার পরেই তিনি এই হাসপাতালটি তৈরি করেছিলেন।

রতনকে দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা তাঁর যত্ন নিয়েছিলেন,তাঁদের কথা ভুলে যাননি তিনি,মনে রেখেছেন রাঁধুনি রাজনকে, পরিচারক সুব্বিয়াকে ।মারা যাওয়ার আগে এঁদের নাম রতন ঘোষণা করে দিয়ে গিয়েছেন ইচ্ছাপত্রে ।টিটোর সমস্ত দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে রাজন সাউয়ের উপরে।

আর এক অসমবয়সি বন্ধুকেও ভুলতে পারেননি প্রয়াত এই শিল্পপতি। তিনি শান্তনু নাইডু ।শেষ বয়সে রতনের সহচর ছিলেন ।শেষ বয়সে রতনের সহচর ছিলেন তিনি ।জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রতনের পাশে ছিলেন শান্তনু ।শান্তনু নাইডুও বাদ পড়েনি তার উইল থেকে তার স্টার্টআপ সংস্থা 'গুডফেলোজ'- এ অসংশীদারিত্ব ছিল রতন টাটার ।সেই অংশ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন এবং শান্তনুর বিদেশে পড়তে যাওয়ার সমস্ত খরচ রতন টাটার নিজের সম্পত্তি থেকে দিয়ে গেছেন।

রতনের আরেক ভাই জিম্মি ছাড়াও দুই সৎবোন শিরিন ও ডায়ানার জন্যও সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন রতন টাটা ।বাকি সম্পত্তি তিনি টাটা ফাউন্ডেশনের নাম করে দিয়েছেন।

রতনের সম্পদের মধ্যে রয়েছে মুম্বাইয়ে জহুতে দ্বিতল বাড়ি, ২ হাজার বর্গফুটের বাংলো,৩৫০ কোটির স্থায়ী আমানত এবং টাটা সন্সের ০.৮৩ শতাংশ মালিকানা ।এছাড়া মুম্বাইয়ের কোলাবোতে সমুদ্রমুখী বাড়ি যার মুল্য ১৫০ কোটি রুপি বলে অনুমান করা হয় ।ব্যক্তিগত মার্সিডিজ থেকে ন্যানো পর্যন্ত গাড়ি সংগ্রহে ছিল ।শিল্পপতির গাড়িগুলো টাটা গ্রুপ পুণেয় জাদুঘরের জন্য অধিগ্রহণ করে নিলামে তুলতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, অন্য শিল্পপতিদের থেকে তাঁর পিছিয়ে থাকার মূল কারণ তাঁর আয়ের একটা বিরাট অংশ জনহিতকর কাজের জন্য বিলিয়ে দিতেন ।এর জন্য ট্রাস্টও করেছেন তিনি।

রতন টাটার উইল বাস্তবায়নে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর সৎবোন শিরিন ও ডায়ানা জিজিবয় এবং আইনজীবী দারিয়াস খাম্বাটা ও ঘনিষ্ট বন্ধু মেহলি মিস্ত্রিকে।

জামশেটজি টাটার পুত্র রতনজি টাটার দত্তক পুত্র নাভাল ও সুনু টাটার পুত্র রতনের জন্ম ১৯৩৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর তৎকালীন বোম্বেতে। আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক করে ১৯৬১ সালে যোগ দেন টাটা গোষ্ঠীর ব্যবসায়।

সিনেমার খবর

cinema TV

যেভাবে ভেঙেছিল রণবীর ও দীপিকার প্রেমের সম্পর্ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর কাপুর। বলিউডের এই জুটিতে বেশ পছন্দ করত সবাই। অনেকেরই চাওয়া ছিল যে, এই জুটি বাস্তব জীবনে সংসার পাতুক। তবে, সেটি অধরাই থেকে গেছে। ঠিক কী কারণে ভেঙেছিল রণবীর ও দীপিকার প্রেমের সম্পর্ক? কারণ একটাই, দীপিকার সঙ্গে সম্পর্কে থাকার একপর্যায়ে রণবীর কাপুরের জীবনে এসেছিল আরেক নারী। দীপিকাকে ছেড়ে হঠাৎই ক্যাটরিনার হাত ধরেছিলেন। দীপিকার মন ভেঙে সম্পর্কে গিয়েছিলেন তিনি।

যদিও একাধিক সাক্ষাৎকারে দীপিকা পাড়ুকোন দাবি করেছিলেন, তিনি বেশ বুঝতে পারতেন, রণবীর তাকে মিথ্যে বলছেন, তিনি সম্পর্কে ঠকে যাচ্ছেন। কিন্তু রণবীর তার জীবনে ফিরে এলেই তিনি সব ভুলে যেতেন। এভাবেই চলতে থাকে একটা সময় ভাঙা গড়ার পালা। দীপিকা একবার তো হাতে নাতেও ধরেছিলেন রণবীরকে।

এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা বলেছিলেন, আমি নিজে দেখি, রণবীর এক নারীর সঙ্গে। তখন তিনি সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মন ভেঙেছিল আমার, অবসাদে ডুবেও গিয়েছিলাম। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন আক্ষেপ ছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কোনোদিন কোনো সম্পর্কে জড়াব না। এরপর কেটে যায় অনেকটা সময়। আবারও প্রেম আসে দীপিকার জীবনে। বর্তমানে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে সংসার পেতেছেন দীপিকা। অন্যদিকে আলিয়া ভাটের সঙ্গে সংসার পেতেছেন রণবীর। চুটিয়ে সংসার করছেন তারা। একদিকে প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন আলিয়া। আর দীপিকা-রণবীর সিংয়েও সংসারেও এসেছে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান।

এক গানের বাজেটই ২০ কোটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণের সুপারস্টার রামচরণের আসন্ন চলচ্চিত্র 'গেম চেঞ্জার' নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে। প্রথমবারের মতো রামচরণের সঙ্গে দেখা যাবে বলিউডের কিয়ারা আদভানিকে। এই জুটিকে নিয়ে চলছে অনুরাগীদের আলোচনা। বিগ বাজেটের এই সিনেমাটি এবার গানের জন্যও উঠে এলো আলোচনায়।

জানা যাচ্ছে, ২০ কোটি টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে একটি গান। 'গেম চেঞ্জার' সিনেমার একটি গানের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছেন নির্মাতা এস. শঙ্কর। গানের এই বাজেট দিয়ে আস্ত একটি সিনেমাও নির্মাণ সম্ভব! সিয়াসাত ডটকমের প্রতিবেদন অনুসারে, গানের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের খ্যাতি রয়েছে পরিচালক এস. শঙ্করের। তা ছাড়া তার নির্মিত গান দর্শকও পছন্দ করেন।

গানের জন্য তৈরি বিশাল সেট, নজরকাড়া পোশাকসহ সবকিছুই আলাদা মাত্রা যোগ করে। 'গেম চেঞ্জার' সিনেমায় একই কাজ করেছেন এস. শঙ্কর।

সিনেমাটির একটি গানের জন্য ২০ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকার বেশি) ব্যয় করেছেন এই নির্মাতা। আশা করা হচ্ছে, গানটি দারুণ সাড়া ফেলবে।

সিনেমাটিতে রাম চরণকে দুটি চরিত্রে দেখা যাবে। একটিতে রাম চরণকে শর্ট টেম্পার চরিত্রে দেখা যাবে। তার এই মাথা গরম স্বভাবের চরিত্রটি দেখে দর্শক মুগ্ধ হবেন। আর অন্য চরিত্রটি গ্রামের একজন রাজনৈতিকের। পরিচালক এস শঙ্কর এ দুটো চরিত্রই নির্ভুলভাবে তৈরি করছেন।

প্রসঙ্গত, 'গেম চেঞ্জার' একটি পলিটিক্যাল-ড্রামা ঘরানার সিনেমা হতে যাচ্ছে। এর বাজেট ৪৫০ কোটি রুপি। রাম চরণ-কিয়ারা ছাড়াও অভিনয় করছেন অঞ্জলি, জয়রাম, সুনীল, শ্রীকান্ত, নবীন চন্দ্র প্রমুখ। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি সিনেমাটি মুক্তির কথা রয়েছে।

হত্যার হুমকি নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন সালমান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকি নিয়ে আতঙ্কে বলিউড ভাইজান সালমান খান ও তার পরিবার। এই তারকা অভিনেতাকে অনেকদিন থেকে নিশানায় রেখেছে লরেন্স বিষ্ণোইর গ্যাং। যে কোনোভাবেই হোক, তাকে হত্যা করাই যেন বিষ্ণোইদের মূল লক্ষ্য। কৃষ্ণসার হরিণ হত্যাকে কেন্দ্র করে তাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছেন সালমান। বেশ কয়েকবার হুমকিও পেয়েছেন তিনি।

সর্বশেষ গত এপ্রিলে অভিনেতার বাড়ির সামনে এসে প্রকাশ্যে গুলি চালায় গ্যাং প্রধান লরেন্স বিষ্ণোইয়ের লোকেরা। ফলে তার জীবন নিয়ে এখন দেখা দিয়েছে শঙ্কা। এতদিন বিষয়টি নিয়ে তেমন কিছু না বললেও এবার মুখ খুললেন সালমান নিজেই। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি খুন হয়েছেন মহারাষ্ট্রের সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকী। কারণ, তিনিসহ খুন হওয়া অন্যরা কোনো না কোনোভাবে সালমানের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সালমান খান কিছুটা ইঙ্গিতও দিয়েছেন ভক্তদের। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন রিয়েলিটি শো 'বিগ বস'র সঞ্চালনার সময়। বিগ বসের সেটে এসে সালমান জানান, তিনি তার কাজের প্রতি দায়বদ্ধ তাই এসেছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নায়ক বলেন, 'সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করে বলছি আমার জীবন দিয়ে কী যাচ্ছে আমিই জানি। তাও আমি এখানে এটা (বিগ বস সঞ্চালনা) হ্যান্ডেল করতে এসেছি। আমার আজ এখানে এসে মনে হচ্ছে আমার এখানে আসাই উচিত হয়নি। কিন্তু কাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আছে একটা। তাই আমি আজ এখানে।'

জানা যায়, বিগ বস ১৮ এর নতুন পর্বের শুটিংয়ের দিন সালমান খানের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাবা সিদ্দিকের মৃত্যুর পর থেকে বিষ্ণোই গ্যাং লাগাতার হুমকিও দিয়ে আসছে সালমানকে। গত ১৮ অক্টোবর লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং সালমান খানকে হুমকি দেয়। যেখানে বলা ছিল্ক শত্রুতা শেষ করতে ৫ কোটি রুপি লাগবে।

এমনটাই দাবি করে গ্যাংটি। মুম্বাই ট্র্যাফিক পুলিশকে পাঠানো একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে বলা হয়েছিল, যদি টাকা না দেয়া হয়, তবে অভিনেতার ভাগ্য মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকীর চেয়েও খারাপ হবে।

অবশেষে নাগা-শোভিতার বিয়ের উৎসব শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর অভিনেত্রী শোবিতা ঢুলিপালারের সঙ্গে সম্পর্ক জড়ান নাগা চৈতন্য। বিষয়টি নিয়ে নানা গুঞ্জন চাউর হলেও কখনো মুখ খুলেননি তারা। গুঞ্জন মাথায় নিয়েই গত ৮ আগস্ট এ জুটি বাগদান সম্পন্ন করেন।

কথা ছিল, চলতি বছরের শেষের দিকে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন নাগা-শোভিতা। এরই মধ্যে এ জুটির বিয়ের উৎসব শুরু হয়েছে। তারই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে খবর জানালেন শোভিতা। বেশ কটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন এই অভিনেত্রী। ছবির ক্যাপশনে লেখেন, 'গোধুমা রাই পাসুপু দানচাদাম' শুরু হয়ে গেছে।

দ্য ফ্রি প্রেস জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিয়ের ঐতিহ্যবাহী রীতি 'গোধুমা রাই পাসুপু দানচাদাম'। মূলত, এই আচারের মাধ্যমে বিয়ের উৎসবের সূচনা হয়। এই অংশে, বিবাহিত নারীরা একত্রিত হয়ে একটি মর্টারে হলুদ বাটে। এটি শুভ বলে ধরা হয়। শোভিতা এ অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করেছেন।

নাগা-শোভিতার বিয়ের সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনো জানা যায়নি। তবে কয়েক দিন আগে রাজস্থানের প্রাসাদসম একটি হোটেল বুক করেছেন বলেও এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

বলিউড সিনেমার মাধ্যমে রুপালি জগতে পা রাখেন অভিনেত্রী শোবিতা ঢুলিপালার। পরবর্তী তেলেগু, তামিল, মালায়ালাম ভাষার বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেন। তার কাজের ঝুলিতে জমা পড়েছে 'পোনিয়িন সেলভান'-এর মতো সিনেমা।

বাবা সিদ্দিকির মৃত্যুতে কিছুতেই মন বসছে না সালমানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খুব কাছের একজন মানুষকে হারিয়েছেন সালমান খান। সম্প্রতি প্রকাশ্যে খুন করা হয় এনসিপি নেতা ও বিধায়ক বাবা সিদ্দিকিকে। তার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ছিল সালমানের। প্রতি বছর ঈদে বাবা সিদ্দিকির নিমন্ত্রণে সাড়া দিতেন তিনি। সালমানের ঘনিষ্ঠ হওয়াতেই নাকি প্রাণ দিতে হলো বাবা সিদ্দিকিকে, এমনই দাবি করেছে ঘটনায় সম্পৃক্ত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। তার মৃত্যুর পর কেমন কাটছে সালমানের জীবন? এ নিয়ে অবশ্য নিজেই মুখ খুলেছেন সালমান। বলিউড ভাইজান জানিয়েছেন, আপাতত কিছুতেই মন বসছে না তার।

অনেকেই ভেবেছিলেন, প্রাণনাশের হুমকি থাকায় বাবা সিদ্দিকির শেষকৃত্যেও হয়তো দেখা যাবে না সালমানকে। তবে, এগুলোকে পাত্তা দেননি তিনি। 'বিগ বস ১৮' এর শুটিং ফেলেই চলে যান বন্ধুকে বিদায় জানাতে।

কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগে এখনও ভোগান্তি চলছে সালমানের। এই হরিণকে পবিত্র বলে মনে করেন বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের মানুষ। ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে তাদের। সালমানকে হত্যা করে তাই প্রতিশোধ নেওয়াই মূল লক্ষ্য বিষ্ণোই গ্যাংয়ের। সে কারণে এ বছরের শুরু থেকে একের পর এক হুমকি দিয়ে এসেছে তারা। এমনকি সলমনের বাড়িতে পর্যন্ত গুলি চালানো হয়। তারপর থেকেই সালমানের জন্য নেওয়া হয় বাড়তি নিরাপত্তা। এবার বাবা সিদ্দিকির মৃত্যুর পর যেন নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রাখা হয়েছে ভাইজানকে। অনেকেই ভেবেছিলেন কিছুদিন হয়তো কাজ থেকে বিরতি নেবেন সালমান। কিন্তু সে পথে হাঁটেননি তিনি। সম্প্রতি 'বিগ বস ১৮' এর 'উইকেন্ড কারবার' এপিসোডে অংশ নিয়েছেন। সেখানে বলেই দেন, শুটিংয়ে আমার বিন্দুমাত্র মন নেই। ঈশ্বরের দিব্যি, আমার জীবনে যা চলেছে, তারপর আমার কারো সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আমি কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজটা তো আমাকে করতেই হবে।

টি-টোয়েন্টির নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইডেন কার্সনের অফ স্টাম্পের বাইরের ইয়র্কারে ব্যাটই ছোঁয়াতে পারলেন না ননকুলুলেকো এমলাবা। হুঙ্কার দিয়ে ডাগআউট থেকে মাঠে ছুটলেন নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। অধিনায়ক সোফি ডিভাইন আলিঙ্গনে বাঁধলেন সুজি বেটসকে। অন্যরা এগিয়ে এসে এই দুজনকে ঘিরে মেতে উঠলেন উদযাপনে। বহু প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে মুহূর্তটি এলো। অবশেষে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেল নিউজিল্যান্ড! গতপরশু রাতে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হলো নিউজিল্যান্ড। টানা দ্বিতীয় ফাইনালে হারল দক্ষিণ আফ্রিকা। মাস চারেক আগে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও হারে প্রোটিয়ারা।

প্রথম দুই আসরের রানার্সআপ বস্নাকক্যাপসরা ১৪ বছর পর আরেকটি ফাইনালে উঠে পেল শিরোপার স্বাদ। ২০০৯ ও ২০১০ সালের ফাইনালে হারের অংশ ছিলেন বর্তমান কিউই অধিনায়ক সোফি ডিভাইন ও অভিজ্ঞ সুজি বেটস। সেসব দুঃসহ অভিজ্ঞতা পেরিয়ে ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসে ট্রফি উঁচিয়ে ধরলেন তারা। ৩৫ বছর বয়সী ডিভাইন ও ৩৭ বছর বয়সী বেটস হয়ে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী দলের গর্বিত সদস্য। নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবকটি (৯) আসরে খেলা সাত ক্রিকেটারের দুজন তারা। বারবাডোজে ২০১০ আসরের ফাইনালে শেষ বলে ৫ রানের প্রয়োজনে ডিভাইনের শট পা দিয়ে ঠেকিয়ে কিউদের হৃদয় ভেঙেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরি। অবশেষে ডিভাইন ৩৫ বছর বয়সে এসে, বেটস ৩৭ বছর বয়সে পেলেন ট্রফির স্বাদ। সেই সাথে এদিন ভারতের মিতালি রাজকে (৩৩৩) পেছনে ফেলে মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড নিজের করে নেন বেটস (৩৩৪)।

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বেটসের ত্রিশোর্ধ, অ্যামেলিয়া কার ও ব্রন্নক হ্যালিডের চল্লিশোর্ধ ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৫৮ রানের পুঁজি গড়ে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ৪১ বলে ৫১ রানের উদ্বোধনী জুটিতে ভালো কিছুর ইঙ্গিত দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা, কিন্তু এরপর পথ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা ৯ উইকেটে করতে পারে ১২৬। লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার অ্যামেলিয়া বোলিংয়েও নিজেকে মেলে ধরেন দারুণভাবে। ব্যাট হাতে ৩৮ বলে সর্বোচ্চ ৪৩ রানের ইনিংস খেলার পর দলের সফলতম বোলারও তিনিই, ৪ ওভারে ২৪ রানে নেন ৩ উইকেট। ফাইনালের সেরাও ২৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

৬ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে এক আসরে সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ডও গড়েছেন অ্যামিলিয়া। ২০১৪ আসরে ১৩ উইকেট নিয়ে আগের রেকর্ডটি গড়েন ইংল্যান্ডের পেসার আনিয়া শ্রুনবসোল, ২০২০ আসরে সমান উইকেট নিয়ে তার পাশে বসেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার মেগান শাট। দারুণ বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ১৩৫ রান করে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কারও জিতেছেন অ্যামিলিয়া।

টি-টোয়েন্টিতে টানা ১০ ম্যাচ হেরে এবারের আসরে পা রেখেছিল নিউজিল্যান্ড। গত তিনটি আসরে তারা বিদায় নিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে। সব মিলিয়ে এবার তাদের নিয়ে বাজি ধরার লোক খুব বেশি হয়তো ছিল না। সেই দলই এশিয়ার তিন দল ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকে হারিয়ে উঠে আসে সেমি-ফাইনালে। গ্রুপ পর্বে তারা হারে কেবল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। শেষ চারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাধা পেরিয়ে, ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে ট্রফি উঁচিয়ে ধরলেন বেটস-ডিভাইনরা। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে আলাদা জায়গা নিয়েই থাকবে দিনটি। দুপুরে তাদের পুরুষ দল ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পায় ৩৬ বছর পর। রাতে মেয়েদের হাতে উঠল বিশ্বকাপের ট্রফি! নিউজিল্যান্ডের পুরুষ ক্রিকেট দল এখনও কোনো বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। মেয়েরা সেই স্বাদ পেল দুই সংস্করণেই। ২০০০ সালে তারা জিতে নেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপ।

নেইমার ফেরার ম্যাচে
জয় পেল আল হিলাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবু ধাবির হাজ্জা বিন জায়েদ স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিটে আল আইন ও আল হিলালের ম্যাচ শেষ হয়েছে ৯ গোলের রোমাঞ্চে। তবে এই ম্যাচ ঘিরে ভক্তদের বাড়তি উম্মাদনা ছিল নেইমারের মাঠে ফেরা নিয়ে।

ম্যাচের ৭৭ মিনিটে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আল হিলাল মিডফিল্ডার নাসের আল-দাওসারির বদলি হিসেবে মাঠে নামলেন নেইমার। আল হিলাল তার ফেরার ম্যাচটা স্মরণীয় করেছে ৫-৪ গোলে জিতে।

দিনের হিসেবে ৩৬৯ দিন পর মাঠে নেমেই গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন নেইমার। আলেক্সান্দার মিত্রোভিচের সঙ্গে পাস আদান প্রদান করে বক্স থেকে শট নেয়ার সুযোগ তৈরি করেছিলেন। শট নিলেও আল আইন গোলকিপার খালিদ এইসার তা সেভ করেন।

৯ গোলের উপভোগ্য ম্যাচে আল হিলালের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন সালেম-আল দাসারি। আল আইনের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন সুফিয়ান রাহিমি। ম্যাচ শেষে মাঠেই নেইমার বলেছেন, 'খুব ভালো লাগছে। আমি খুশি। ফিরে এসেছি, ফিরে এসেছি।'

২০২৩ সালের আগস্টে পিএসজি থেকে ৯০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফারে আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর মাত্র পাঁচটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু ব্রাজিলের হয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে তার হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়, যার ফলে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাকে। গত বছরের নভেম্বরে তিনি অস্ত্রোপচার করেন।

টেস্টে ৩০০ উইকেটের
মাইলফলক রাবাদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা। সোমবার মিরপুর টেস্টে মুশফিকুর রহিমের উইকেটটি তুলে সাদা পোশাকে নিজের ৩০০তম উইকেটের দেখা পেলেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ষষ্ঠ বোলার হিসেবে কমপক্ষে ৩০০ টেস্ট উইকেট নেওয়ার কীর্তির পাশাপাশি বিশ্ব রেকর্ডও গড়লেন রাবাদা। পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিসকে ছাড়িয়ে তিনিই এখন টেস্টে বলের হিসেবে দ্রুততম ৩০০ উইকেটশিকারি বোলার।

ওয়াকারের এই মাইলফলক ছুঁতে লেগেছিল ১২৬০২ বল, রাবাদার লাগল ১১৮১৭ বল। মানে ৭৮৫টি কম। কমপক্ষে ৩০০ টেস্ট উইকেট নেওয়া বোলারদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যার স্ট্রাইক রেট ৪০-এর নিচে।

'এক যুগ' পর ঘরের মাঠে
ভারতের সিরিজ হার, কিউইদের ইতিহাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে বরাবরই অপ্রতিরোধ্য ভারত। প্রায় এক যুগ ধরে নিজেদের মাটিতে টেস্ট সিরিজ হারের তিক্ত স্বাদ পেতে হয়নি রোহিত শর্মাদের। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারতকে ৮ উইকেটে হারায় নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয়টিতেও লড়াই করে তারা। জয় পায় ১১৩ রানে। ফলে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ নিজেদের করে নেয় সফরকারীরা। সঙ্গে গড়ে ইতিহাসও। ভারতের মাটিতে এটি কিউইদের প্রথম সিরিজজয়।

পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রান যোগ করে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ১৫৬ রানেই গুটিয়ে যায় ভারত। পরে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে আরও ২৫৫ রান যোগ করে কিউইরা। ফলে ভারতের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৫৯ রান। কিন্তু তৃতীয় দিনে সেই রান তুলতে পারেনি স্বাগতিকরা। গুটিয়ে যায় ২৪৫ রানেই। তৃতীয় দিনের শুরুতেই দ্বিতীয় ইনিংস খেলা নিউজিল্যান্ড নিজেদের দলীয় সংগ্রহ দুইশ পার করে। এরপর দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে তারা। শুরুটা হয় টম ব্লান্ডেলকে দিয়ে। জাদেজার বলে বোল্ড হয়ে তিনি ফেরেন ৪১ রানে। বাকি ২৪ রান তুলতেই ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। কেবল অপরাজিত থাকেন গ্লেন ফিলিপস। ৮২ বলে ৪৮ রান করেন তিনি। বিশাল লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই রোহিত শর্মাকে হারায় ভারত। স্যান্টনারের বলে তিনি ক্যাচ দেন উইল ইয়ংকে। ফেরেন ৮ রান করে। এই বোলারের দারুণ বোলিংয়ে অবশ্য বাকিরাও ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারছিলেন না। কেবল ইয়াশাসবি জায়সাওয়াল মারকুটে থেকে রান বাড়াচ্ছিলেন। অপরপ্রান্তে শুভমান গিল এসে ২৩ রান করে বিদায় নেন। টিকতে পারেননি বিরাট কোহলিও। ৪০ বলে ১৭ রান করে উইকেট হারান তিনি। রিশভ পন্থ অবশ্য রানের খাতা খোলার আগেই রান আউট হয়ে বিদায় নেন। ৪১ বলে ৫০ স্পর্শ করা জায়সাওয়াল আশা জাগালেও তাকে টিকতে দেননি স্যান্টনার। তার বল ড্যারিল মিচেলের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেন ভারতীয় ওপেনার। খেলে যান ৬৫ বলে ৭৭ রানের ইনিংস। এরপর বাকিরা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। যদিও শেষদিকে লড়েন রবীন্দ্র জাদেজা। তিনি টিকে থাকেন শেষ পর্যন্ত। তবে আজাজ প্যাটেলের কাছে পেরে ওঠেননি। ৮৪ বলে তার ৪২ রানের ইনিংস শেষ হলে ইতিহাস গড়া হয় নিউজিল্যান্ডের। দলটির হয়ে একাই ৬ উইকেট তুলে নিয়েছেন স্যান্টনার। আজাজ দুটি ও গ্লেন ফিলিপস পান একটি উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকেও
ছিটকে গেলেন বাটলার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খারাপ সময় যেন শেষই হচ্ছেনা ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলারের।ওয়ানডে বিশ্বকাপে বিবর্ণ এক পারফরম্যান্সের পর চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হেরে হয়েছে স্বপ্নভঙ্গ। তবে বাটলারের সেদিন আসর থেকে বিদায়ের পাশাপাশি ব্যাক্তিগতভাবে বড় ধাক্কা খেয়েছিলেন এই উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান।

ভারতের কাছে হারের ম্যাচে চোট পান বাটলার।বেশ কয়েকবার আশা দেখালেও সেই চোট আজ অবধি সারেনি।ইংল্যান্ডের ঘরোয়া একশ বলের প্রতিযোগিতা দা হান্ড্রেডে খেলার সুযোগ ছিল না তার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে জাতীয় দলের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাইরে থাকতে হয় তাকে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ইংলিশদের নিয়মিত অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে ওই দুটি সিরিজে নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে হ্যারি ব্রুক ও ফিল সল্ট।যার একটিতেও জয়ের দেখা পায়নি ইংলিশরা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর দিয়ে মাঠে ফেরার কথা ছিলনা বাটলার।তবে সেটি আর হচ্ছেনা। তার ফেরার অপেক্ষা আরও বাড়ল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। তার পরিবর্তে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন লিয়াম লিভিংস্টোন।

শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে সিরিজে বাটলারের না খেলার বিষয়টি সোমবার নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় 'সামান্য ধাক্কা' লেগেছে। তবে আগামী ৯ নভেম্বর টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হওয়ার আগে তিনি দলের সঙ্গে যোগ।

শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে সিরিজে বাটলারের না খেলার বিষয়টি সোমবার নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় 'সামান্য ধাক্কা' লেগেছে। তবে আগামী ৯ নভেম্বর টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হওয়ার আগে তিনি দলের সঙ্গে যোগ দেবেম।

ফর্মে ফিরতে বাবরকে
পরামর্শ দিলেন শেবাগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে সময় পার করছেন বাবর আজম। দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান সিরিজে প্রথম টেস্টের পর দল থেকে বাদও পড়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। হয়তো মনোবলে ঘাটতির কারণে তিনি রানের জন্য সংগ্রাম করছেন বলে মনে হচ্ছে ভিরেন্দার শেবাগের। আত্মবিশ্বাস বাড়াতে তাকে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের সাবেক ওপেনার।

টেস্টে সবশেষ ১৮ ইনিংসে একবারও পঞ্চাশ ছুঁতে পারেননি বাবর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসে তিনি করেন ৩০ ও ৫ রান। তারপরই শেষ দুই টেস্টের দলে জায়গা হারান তিনি। পাকিস্তানের নির্বাচকরা যদিও দাবি করেন, 'বিশ্রাম' দেওয়া হয়েছে তাকে।

সাবেক পাকিস্তানি পেসার শোয়েব আখতারের ইউটিউব চ্যানেলে আলাপচারিতায় শনিবার শেবাগ বলেন, কঠিন এই সময়ে মানসিকভাবে দৃঢ় থাকতে হবে বাবরকে। ৩০ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান দ্রুত ঘুরে দাঁড়াবেন বলেও বিশ্বাস শেবাগের।

"বাবর আজমের এখন ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা উচিত। ফিটনেস নিয়ে কাজ করা, পরিবারের সঙ্গে কিছু সময় কাটানো, তারপর শারীরিকভাবে ফিট ও মানসিকভাবে শক্তিশালী খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা উচিত তার।"

"বাবরের কাছ থেকে প্রত্যাশা কমে যাওয়ায় এবং অধিনায়কত্ব থেকে তার পদত্যাগের কারণে মনে হচ্ছে টেকনিক্যাল দিকের চেয়ে মানসিকভাবে বেশি প্রভাবিত হয়েছে সে। তাকে মানসিকভাবে শক্ত থাকতে হবে। সে প্রতিভাবান খেলোয়াড় এবং তার মতো খেলোয়াড়রা দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য রাখে।"

উলভসের দাঁত ভেঙে
ডিফেন্ডারে জয় ম্যানসিটির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বোর্নামাউথের কাছে হেরেছে আর্সেনাল। গানাররা মৌসুমে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়ার পরদিনই উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে আটকে যাচ্ছিল ম্যানচেস্টার সিটি। কিন্তু দুই অর্ধে দুই ডিফেন্ডারের গোলে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে গার্দিওলার দল। ঘরের মাঠে ম্যাচের ৭ মিনিটে লিড নেয় উলভস। ৩৩ মিনিটে ম্যানসিটির ক্রোয়াট ডিফেন্ডার গার্দিওল ওই গোল শোধ করেন। এরপর শুরু হয় রেকর্ড লিগ শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে থাকা দলটির জয়ের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু উলভস রক্ষণ সামলে তাদের প্রায় আটকে দিয়েছিল। শেষটায় আর পারেনি স্বাগতিকরা। ম্যাচের যোগ করা সময়ে সিটিজেনদের ইংলিশ ডিফেন্ডার জোন স্টোনস গোল করে পূর্ণ তিন পয়েন্ট এনে দেন দলকে। এই জয়ে লিগের ৮ রাউন্ড শেষে আবার শীর্ষে ফিরল ম্যানসিটি।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR